মেহেরপুরে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান, এক রাতেই আটক ৪৯

মাদক ও কিশোর গ্যাং বিরোধী অভিযান চালিয়ে এক রাতেই ৪৯ জনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির।

আটককৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানায় ৪৬ জন ও গাংনী থানায় তিন জন রয়েছে। আটক কৃতদের মধ্যে গাংনী থানার তিনজনসহ ২৬ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের অভিভাবকদের ডেকে মুচলেকায় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ২৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, ‘নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় জেলাব্যাপী কিশোর গ্যাং, মাদক এবং অনলাইন জুয়াবিরোধী সাঁড়াশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। প্রথমদিকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের তাদের অভিভাবকের মুচলেকা নিয়ে তাদের জিম্মাই দেওয়া হচ্ছে। তবে মাদকসহ যারা আটক হয়েছে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা হবে। এখন থেকে প্রতিনিয়ত এই অভিযান চলমান থাকবে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ঝাড়ু হাতে বিএনপির নেতাকর্মীরা

হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে ঝাড়ু হাতে মাঠে নেমেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়

মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে সকালে হাসপাতালের নতুন ভবনের সামনে থেকে এ অভিযান শুরু হয়। পরে হাসপাতাল চত্বর, বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বারান্দায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালান নেতাকর্মীরা।

কর্মসূচিতে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ আহমেদ, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান জানান, হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমঝুপিতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর মধ্যপাড়া গ্রামে হাসনাহেনা (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় নিহতের বাবা-মা তাঁদের মেয়েকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ করেছেন। তবে ঘটনাটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শ্বশুরবাড়ির একটি কক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থেকে তাঁর শাশুড়ি মাহফুজা পলাতক রয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

নিহত হাসনাহেনা মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের হাসাইনের

মেয়ে। প্রায় সাত মাস আগে রঘুনাথপুর গ্রামের মিনহাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্থানীয়দের ভাষ্য, বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাসনাহেনার সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির বিরোধ চলছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক দিন ধরে পারিবারিক কাজকর্ম নিয়ে হাসনাহেনা ও তাঁর শাশুড়ির মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শাশুড়ির বাড়ির একটি কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় হাসনাহেনাকে দেখতে পান তাঁর চাচি-শাশুড়ি সোহাগী। পরে তিনি আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে নিচে নামান।

চাচি-শাশুড়ি সোহাগী জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে কলার মোচা কাটার জন্য দা নিতে তিনি ওই বাড়িতে যান। এ সময় ঘরের ভেতরে ঢুকে ফ্যানের সঙ্গে হাসনাহেনার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। এমন দৃশ্য দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। পরে দ্রুত আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে ঘটনাস্থলে জড়ো হন।

প্রতিবেশী পরশ জানান, পাশের বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে তাঁরা ঘটনাটি জানতে পারেন। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাসনাহেনাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় কয়েকজন মিলে তাঁকে নিচে নামান। তবে কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি তিনি।

নিহতের স্বামী মিনহাজ বলেন, ঘটনার সময় তিনি মাঠে কাজ করছিলেন। বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, গত তিন দিন ধরে তুলা ওঠানো নিয়ে তাঁর মা ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ চলছিল। তবে ঘটনার সময় বাড়িতে না থাকায় কী ঘটেছিল, তা তিনি সরাসরি দেখেননি।

নিহত হাসনাহেনার বাবা-মা অভিযোগ করে বলেন, তাঁদের মেয়েকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে তাঁরা সন্দেহ করছেন।

মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁরা ভেঙে পড়েছেন। তাঁরা ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, তাঁদের মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলে তদন্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

আমঝুপি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) মজিদ বলেন,

বিয়ের পর থেকেই হাসনাহেনার সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির বিরোধ চলছিল বলে তিনি শুনেছেন। তবে ঘটনার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি নিচে নামানো অবস্থায় দেখতে পায়। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, ঘরের ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় গৃহবধূকে ঝুলতে দেখা গিয়েছিল। পরে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ঘটনার পর থেকে নিহতের শাশুড়িকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা তদন্ত ও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মুজিবনগরে বিএনপি’র দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিএনপির দুই পক্ষের ভয়াবহ সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়েছে। বুধবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে রাজনৈতিক সহিংসতা জের ধরে এই ঘটনা ঘটে

আহতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের এরশাদ আলী, মাহাতাব উদ্দিন ওরফে পচা ও আসলাম হোসেন। আহতদের মধ্যে এরশাদ মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং আসলাম হোসেন ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি।

স্থানীয়রা জানায়, আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সদস্য (মেম্বার) পদে প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুলের সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তা দুইপক্ষের সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় দেশীয় অস্ত্র

ও লাঠিসোঁটা দিয়ে হামলার ঘটনায় মাহাতাব উদ্দিন, আসলাম হোসেন ও এরশাদ আহত হন। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মেহেরপুরে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মুজিবনগর থানার ওসি তদন্ত সেলিম জাহাঙ্গীর সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,বিএনপির দুটি গ্রুপের মধ্যে রাজনৈতিক পূর্ব শত্রুতা জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে । সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭৫ বছরেও থামেনি গোপালের লড়াই

একসময় পাঁচ পয়সা, দশ পয়সায় জুতা-স্যান্ডেল মেরামত করতেন। ২৫ পয়সায় করতেন জুতা পালিশ। সময় বদলেছে, বদলেছে টাকার মূল্য। এখন জুতা মেরামতের একই ধরনের কাজে মজুরি পান কমপক্ষে ১০ টাকা। জুতা পালিশের জন্য নেন ৩০ থেকে ৪০ টাকা। কিন্তু এত বছরেও বদলায়নি তার জীবনের হিসাব। অভাব ছিল, এখনো আছে। বয়সের ভারে শরীর চলে না, চোখেও কম দেখেন। তবু পেটের ক্ষুধা মেটাতে প্রতিদিন বসতে হয় কাজের জায়গায়। ৭৫ বছর বয়সী গোপাল দাসের বাড়ি মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়ায়।

স্বাধীনতার আগের সময় থেকে শহরের বড় বাজার মোড়ে রাস্তার পাশে বসে জুতা-স্যান্ডেল মেরামতের কাজ করছেন তিনি। কয়েক দশক ধরে রাস্তার ধারে বসে মানুষের পায়ের জুতার যত্ন নিয়ে চললেও নিজের জীবনের জীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি এই পাদুকা কারিগর। দূর্গা উৎসবে মহাসপ্তমী রাতে দেখা যায়, রাস্তার পাশে মাটিতে বসে জুতা মেরামত করছেন গোপাল দাস। সামনে কাজের সরঞ্জাম, পাশে একটি জুতা। আলো বলতে ছোট একটি চার্যার বাতি। কাস্টমার পেলে চার্যারের আলো জ্বলে, নাহলে স্ট্রিট লাইটের আলোয় বসে থাকে। কখনো লোডশেডিংয়ে

চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসে। তবু কাজ থামে না। কারণ শারদীয় দুর্গা উৎসবে বাড়িতে এসেছে মেয়ে-জামাই ও নাতি-নাতনিরা। সংসারের খরচও বেড়েছে। সেই বাড়তি ব্যয় সামলাতে অন্য সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয় তাকে। গোপাল দাস বলেন, আগে সন্ধ্যার আগেই কাজ গুটিয়ে বাড়ি চলে যেতাম। এখন তেমন কাজ পাই না। তাই রাত আটটা পর্যন্ত বসে থাকি। মেয়েরা, জামাই আর নাতি-নাতনিরা বেড়াতে এসেছে পূজায়। তাই খরচ বেড়েছে।

বদলেছে মজুরি, বদলায়নি অভাব। গোপালের কর্মজীবনের শুরু এমন এক সময়ে, যখন পাঁচ পয়সা কিংবা দশ পয়সাতেই জুতা মেরামতের কাজ করা যেত। ২৫ পয়সায় জুতা পালিশ করে দিতেন। সেই সময়ের পয়সা আর এখনকার টাকার মধ্যে ব্যবধান অনেক। কিন্তু সেই ব্যবধানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার জীবনে স্বচ্ছলতা আসেনি। গোপালের ভাষায়, ‘আগেও অভাব ছিল, এখনো অভাব আছে।’ কথাটি বলার সময় তার সামনে পড়ে থাকে মানুষের ব্যবহারে পুরোনো হয়ে যাওয়া জুতা। কোনোটির সেলাই ছিঁড়েছে, কোনোটির তলা খুলে গেছে। সেগুলো ঠিকঠাক করে দেন তিনি। কিন্তু নিজের জীবনের ছেঁড়া হিসাবগুলো আর জোড়া লাগানো হয়ে ওঠে না। একসময় সন্ধ্যার আগেই কাজ শেষ করতেন। এখন কাজ কমে যাওয়ায় রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। মানুষ আর ছেড়া ফাটার কাজ করান না।

সারাদিন বসে থেকেও কত টাকা আয় হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। তারপরও কাজের জায়গাটি ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই তার। কারণ, কাজ বন্ধ হলে আয়ও বন্ধ। স্ত্রী নেই, সংসারের দায় এখনো আছে। পাঁচ বছর আগে স্ত্রী মারা গেছেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। এক ছেলে, ছেলের বউ নিয়ে সংসার গোপাল দাসের। ছেলে শংকর দাস স্থানীয় একটি তেল পাম্পে কাজ করেন। বাবা ও ছেলের আয়ে কোনোভাবে চলে সংসার। কিন্তু সংসারের ব্যয় তো শুধু প্রতিদিনের খাবারেই সীমাবদ্ধ নয়। বছর শেষে ঘর মেরামতের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন উৎসবে বাড়তি খরচ থাকে। মেয়েরা স্বামী- সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে এলে গোপালের মন ভরে ওঠে, কিন্তু সংসারের হিসাবেও চাপ পড়ে। সেই খরচ সামলাতে তাঁকে আরও বেশি সময় কাজ করতে হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করার সামর্থ্য কমেছে। দীর্ঘ সময় মাটিতে বসে থাকতে কষ্ট হয়। চোখেও আগের মতো দেখতে পান না। তবু কাজ ছেড়ে দেওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাঁর নেই। যে পেশার সঙ্গে জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে, সেই পেশাই এখনো তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন।

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার মোড় দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন। তাদের কারও জুতার সেলাই খুলে গেলে, কারও জুতার তলা

উঠে গেলে কিংবা পালিশের প্রয়োজন হলে গোপাল দাসের কাছে আসেন। কাজের বিনিময়ে পাওয়া সামান্য মজুরিই তার প্রতিদিনের আয়ের উৎস। কিন্তু বয়সের কারণে যখন বিশ্রামের প্রয়োজন, তখনো তাকে কাজ করতে হয়। কখনো কাজ আসে, কখনো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এর মধ্যেই বিদ্যুৎ চলে গেলে ছোট্ট বাতির আলোও নিভে যায়। পূজার বাড়তি খরচের কথা ভেবে সেই অন্ধকারেও কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। গোপাল দাসের জীবন তাই কেবল একজন প্রবীণ পাদুকা কারিগরের পেশাগত জীবনের গল্প নয়। এটি এমন এক মানুষের গল্প, যার বয়স হয়েছে, শরীরের শক্তি কমেছে, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে; কিন্তু সংসারের প্রয়োজন তাকে অবসর নিতে দেয়নি। পাঁচ পয়সা থেকে দশ টাকা, ২৫ পয়সা থেকে ৩০-৪০ টাকা মজুরির অঙ্ক বদলেছে বহুবার।

বদলেছে শহর, বদলেছে মানুষের জীবনযাপনও। কিন্তু গোপালের জীবনে স্বস্তি আসেনি। ৭৫ বছর বয়সেও তাই রাস্তার পাশে বসে জুতা মেরামত করেন তিনি। জীবিকার এই লড়াইয়ে তার অবসর নেই, নেই নিশ্চিন্তে বসে থাকার সুযোগ। সংসারের খরচ আর পেটের ক্ষুধাই তাকে প্রতিদিন আবারও বসিয়ে দেয় কাজের জায়গায়।

মেহেরপুরে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

সিঁদুর খেলা, ঢাক-ঢোলের বাদ্য আর ভক্তদের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে শেষ হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। বুধবার (২১ অক্টোবর) বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের ভৈরব নদে একে একে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বিদায়ের ক্ষণে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি অনেক ভক্তের চোখে ছিল অশ্রু।

‘দুর্গা মা কি জয়, মহামায়া কি জয়’ এমন জয়ধ্বনি, ঢাক-ঢোল, কাঁসর ও ঘণ্টার বাদ্যে মুখর হয়ে ওঠে ভৈরব নদের দুই পাড়। শহরের বিভিন্ন

হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেন আয়োজকেরা।

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে এ বছরের শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

গাংনীতে ফের সোলার প্যানেলে হামলা, ক্ষতিগ্রস্ত মালিক-চাষি

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষক ও সেচপাম্প মালিক মো. একতারুল ইসলামের সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট ভেঙে চুরমার করার পাশাপাশি বাকি প্লেটগুলোর সব তার কেটে দেওয়া হয়েছে।

এতে সেচ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সেচপাম্পের আওতাধীন জমির চাষিরা। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

গত সোমবার রাতের কোনো একসময় উপজেলার রামনগর ও বালিয়াঘাট মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় কৃষকেরা জানান, এখন ধানের ভরা মৌসুম। মাঠজুড়ে ধান রয়েছে, আর এ সময়ে জমিতে নিয়মিত সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানে চিটা ধরতে পারে এবং ফলন অনেক কমে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সোলার প্যানেলের প্লেট ভাঙচুর ও তার কেটে দেওয়ার ঘটনায় সেচপাম্পের মালিকের পাশাপাশি চাষিরাও ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সোলার প্যানেলের মালিক ও সেচপাম্পচাষি মো. একতারুল ইসলাম বলেন, গত বছর তিনি সেচপাম্প ও সোলার প্যানেল স্থাপন করেন।

পাম্প স্থাপনে তাঁর খরচ হয়েছে ১১ লাখ টাকা এবং সোলার প্যানেল বসাতে খরচ হয়েছে ছয় লাখ টাকার বেশি। সকালে মাঠে এসে দেখেন, তিনটি

প্যানেলের প্লেট ভেঙে চুরমার করা হয়েছে এবং বাকি প্লেটগুলোর সব তার কেটে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, “এতে আমার কত টাকা খরচ হবে, তা-ও জানি না। যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে ওঠা আমার জন্য কঠিন। এখন সোলার প্যানেলগুলো মেরামত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

একতারুল ইসলাম আরও বলেন, তাঁর সেচপাম্পের আওতায় প্রায় ২০ বিঘা জমি রয়েছে। এসব জমিতে ধান, কলাই, পেঁয়াজ, সবজিসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়েছে। এখন এসব জমিতে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেচ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তাঁর কাছে প্যানেলগুলো মেরামতের মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই।

তিনি বলেন, “কৃষি অফিস সহযোগিতা করলে হয়তো ঘুরে দাঁড়াতে পারব। তা না হলে সোলার প্যানেলগুলো মেরামত করা সম্ভব হবে না। প্রতিটি সোলার প্যানেলের প্লেটের দাম ২০ হাজার টাকা, এর সঙ্গে অন্যান্য খরচ তো আছেই। অনেক কষ্টে ধারদেনা করে পাম্প ও সোলার প্যানেল বসিয়েছি। যারা আমার এত বড় ক্ষতি করেছে, তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।”

ধানচাষি মো. শান্ত ইসলাম বলেন, এখন ধানে সেচ দিতে না পারলে ধান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি চিটা ধরতে পারে। এতে ফলন কমে যাবে। মাঠে অন্যান্য ফসলও রয়েছে, সেচের অভাবে সেগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কৃষি বিভাগ সহযোগিতা করলে সেচপাম্পের মালিক কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

আরেক চাষি মো. জিনারুল ইসলাম বলেন, সকালে মাঠে এসে তিনি তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। বাকি প্লেটগুলোর তারও কেটে দেওয়া হয়েছে। এতে সেচ দেওয়া বন্ধ রয়েছে। দ্রুত সোলার প্যানেল মেরামত করা না হলে চাষিরা চরম ক্ষতির মুখে পড়বেন। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানসহ অন্যান্য ফসলের ফলন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “আমরা বিষয়টি জেনেছি। খোঁজখবর নিচ্ছি। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।”

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ বিষয়ে লিখিত আবেদন পেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হবে। সেচপাম্প মালিকের ক্ষতিগ্রস্ত সোলার প্যানেলের বিষয়ে কোনো সহযোগিতা করা যায় কি না, তা-ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। তিনি বলেন, “আমরা সব সময় চাষিদের পাশে আছি। এ ধরনের ক্ষতি অত্যন্ত দুঃখজনক।”

উল্লেখ্য, গত ১৩ অক্টোবর রাতে গাংনী উপজেলার ভবানীপুর মাঠ থেকে কৃষক মো. কামাল উদ্দিনের তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট চুরির ঘটনা ঘটে। এর তিন মাস আগেও একই স্থান থেকে তাঁর আরও তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট চুরি হয়েছিল। বারবার এমন ঘটনায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় কৃষকেরা।

আজ বিজয়া দশমী, প্রতিমা বিসর্জনে শেষ হচ্ছে দুর্গোৎসব

উৎসবমুখর পরিবেশে মহানবমীর পূজা-অর্চনা শেষে আজ বুধবার (২১ অক্টোবর) বিজয়া দশমী উদযাপন করছেন মেহেরপুরের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। প্রতিমা বিসর্জন, সিঁদুর খেলা ও নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব।

দুর্গাপূজাকে ঘিরে জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ভক্ত-দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

গতকাল মঙ্গলবার মহানবমীতে জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে দেবীর পূজা, অঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণসহ নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সকাল থেকেই মণ্ডপগুলোতে ভক্তদের আনাগোনা ছিল। পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিমা দেখতে আসেন নানা বয়সী মানুষ। আজ বিজয়া দশমীতে দেবী দুর্গাকে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভক্তরা। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের দুর্গোৎসব।

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের বিভিন্ন মণ্ডপে শিশু-

কিশোর, তরুণ-তরুণীসহ নানা বয়সী মানুষের ভিড় দেখা গেছে। প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি অনেকে পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে উৎসবে অংশ নিচ্ছেন। পূজামণ্ডপগুলোতে ভক্তি, আনন্দ ও সম্প্রীতির পরিবেশ বিরাজ করছে।

পূজা দেখতে আসা সুস্মিতা সাহা বলেন, “প্রতিমা দেখতে এসে খুব ভালো লাগছে। মণ্ডপগুলো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে পূজার আনন্দ উপভোগ করছি।”

পায়েল বিশ্বাস বলেন, “দুর্গাপূজা আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছরই পূজা দেখতে আসি। সবার মধ্যে আনন্দ-উৎসাহ দেখে খুব ভালো লাগছে।”

অর্পিতা মণ্ডল বলেন, “এবারের পূজার পরিবেশ খুবই সুন্দর। বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে প্রতিমা দেখছি। কাল বিজয়া দশমী, তাই আনন্দের পাশাপাশি দেবীকে বিদায় জানানোর সময় মনটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।”

সৌরভ বলেন, “পূজামণ্ডপে পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিমা দেখতে পারছি।

দুর্গোৎসব নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ রাখতে জেলার পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ ও আনসার সদস্যদের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার মণ্ডপগুলোতে দায়িত্ব পালন করছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। মেহেরপুরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের তত্ত্বাবধানে মেহেরপুর ও পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গার সীমান্তবর্তী ২৪টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বিজিবি সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, “মেহেরপুরের পূজামণ্ডপগুলোয় উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা উদযাপন করা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখছি এবং কীভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উৎসবকে আরও আনন্দমুখর করা যায়, সে লক্ষ্যে কাজ করছি।”

এ বছর মেহেরপুরের তিন উপজেলায় মোট ৪৪টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা

অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ২১টি মণ্ডপ রয়েছে।

বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে এবারের শারদীয় দুর্গোৎসব। দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রস্তুতি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি উৎসবের এই শেষ দিনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সবার।

স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে

মেহেরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেছেন, সারা বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামগঞ্জের মানুষ তারেক রহমানের ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশপ্রেমিক সরকার গঠন করেছে। ভাইয়েরা, আমার চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুদ অরুন বলেন, আমার এলাকা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ সবাই কৃষকের সন্তান। সরকার ইতিমধ্যে সারের বিপণন ব্যবস্থায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। যেখানে অভিযোগ আছে, অনিয়ম হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা কথা দিতে পারি, কৃষক এই মাস থেকেই ন্যায্য মূল্যে সার পাবে।

তিনি বলেন, “আমরা লড়াইয়ের জন্য রাজপথে থাকব। অনেক বন্ধু বলেন, ভাই, ৮ থেকে ৯ মাস হয়ে গেল, কিছুই তো পেলাম না। আমরা যারা জেল-জুলুম খেটেছি, রাজপথে লড়াই করেছি, তাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

এই সরকারকে অন্তত আমাদের দুই বছর সুযোগ দেওয়া উচিত। এখনই বলছেন, ত্যাগীরা কেন কিছু পায় না। ত্যাগ স্বীকার করেছি বলেই তো স্বৈরশাসনের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে পেরেছি। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সবার মূল্যায়ন হবে।”

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে মাসুদ অরুন বলেন, “দীর্ঘ সময় রাজপথে ছিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এখনো আমরা রাজপথে আছি। আমরা বলেছি, মাসুদ অরুন পরাজিত হতে পারে, হয়তোবা ষড়যন্ত্রের কারণে। আলহামদুলিল্লাহ, তারেক রহমান এ দেশের প্রধানমন্ত্রী—এর চেয়ে বড় কিছু চাওয়া আমার নেই।”

মাসুদ অরুন বলেন, “আমি শুধু একটাই অনুরোধ করব, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে আমরা ধারণ করব। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি। ভাইয়েরা আমার, এই চেতনার সঙ্গে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না। এই চেতনাকে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।”

নতুন বাংলাদেশ গঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “নতুন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র এবং জনগণের গণতান্ত্রিক কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে। তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে কেউ অপতৎপরতা চালালে আমরা আবারও রাজপথে নামব।”

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। এ সময় বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হাসান আলী এবং মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওফেল আহমেদ রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহসভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন ও সাইদুর সুজন, সদর উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব বিপ্লব মাস্টার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওশেল আহমেদ রনিসহ জেলা যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

বক্তব্য শেষে শহরের কোর্ট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

[redacted]

[redacted]